SEMESTER-3
PAPER:CC-6
MODULE-2
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

প্রাচীন বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণ:প্রেক্ষিত চর্যাপদ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে ইতিহাস তার সূচনা চর্যাপদের মাধ্যমে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার ইতিহাস কে

তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১)প্রাচীন বাংলা ২)মধ্য বাংলা (আদি মধ্য বাংলা ও অন্ত মধ্য বাংলা) ৩)আধুনিক বাংলা।

বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক দশম থেকে চতুর্দশ শতক (খ্রিষ্টাব্দ ১০০০-১৩৫০)। এর মধ্যে ১২০০-১৩৫০ কোন সাহিত্য রচিত না হওয়ায় প্রাচীন বাংলার সময়সীমা দাঁড়ায় ১০০০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রাচীন বাংলার সাহিত্যিক নিদর্শন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত (১৯০৭)এবং প্রকাশিত (১৯১৬)চর্যাপদ বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:চর্যাপদে অ ধ্বনির উচ্চারণ ছিল আধুনিক উচ্চারণের তুলনায় আরো বিবৃত। তাই এই অ ছিল আএর কাছাকাছি। যেমন কবালী>কাবালী, অইস>আইস।

চর্যাপদের আ ধ্বনি বজায় ছিল। তবে শব্দের শেষে তা শ্বাসাঘাতের অভাবে হ্রস্ব অ ধ্বনিতে পরিণত হচ্ছিল এবং তা বোঝা যায় ইআ>ই(অ) সংকোচন দেখে। যেমন পানি আ>পানী,করিআ>করিঅ।

ইকার সম্ভবত শিথিল প্রযত্নে উচ্চারিত হতো। তাই ই>এ বিপর্যয় প্রায় দেখা যায়। যেমন ঘিনি > ঘেণি।

ও কার সম্ভবত শিথিল প্রযত্নে উচ্চারিত হতো। তাই ও স্থানে অ দেখা যায়। যেমন মোত্র>মই> মোঅ ।

যুক্তব্যঞ্জন যুগ্ম ব্যঞ্জন এ পরিণত হয় এবং যুগ্ম ব্যঞ্জন এর একটি ব্যঞ্জন লোক পায়। যেমন পর্বত>পব্বত>পাবত।

উঁচা উঁচা পাবত তোহি বসই শবরী বালী।

ক্ষতিপূরক দীর্ঘিভবন লক্ষ্য করা যায়। যেমন ধর্ম>ধম্ম>ধাম

পদান্তিক স্বরধ্বনির অবস্থান লক্ষণীয়। যেমন ভণতি>ভণ ই।

চর্যাপদে ব শ্রুতি ছিল। যেমন চেতয়তি>চেঅঅই>চেব ই

য় শ্রুতি ও প্রচলিত ছিল।যেমন নিয়ড্ডী বোহি দূরম জাহী।এখানে নিকটে>নিয়ড্ডী>নিয়ড্ডি>নিয়ডি।

কিছু শব্দের অপভ্রংশ অবহট্ঠ সুলভ যুগ্ম ব্যাঞ্জন রয়ে গেছে। যেমন মিথ্যা>মিছা।

প্রাচীন বাংলায় শ,স,ষ,জ,খ,ন,ণ এর পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন শূন>সূণ,শবরী>সবরী,যেন>জেন।

চর্যাপদের আনুনাসিকতা পুরোপুরি ঘটে নি ।নাসিক্য ব্যঞ্জন সম্ভবত ছিল ক্ষীণ। এজন্য পূরক দীর্ঘত্ব এবং নাসিক্য ব্যঞ্জন পাশাপাশি দেখা যায় ।যেমন-উঞ্চ>উঁচা,তাম্বুল>তাঁবোলা

চর্যাপদের ভাষায় স্বর সংকোচের সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল। অপভ্রংশ অবহট্টের সংযুক্ত স্বর অনেক ক্ষেত্রে সংকুচিত হয়েছিল।যেমন-পুস্তিকা>পত্থিআ>পোথী।

শ্বাসাঘাতের জন্য শব্দের আদিস্বর দীর্ঘ হয়েছে।যেমন -অকট>আকট

স্বর মধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায় ‘হ’ কারে পরিণত হতো।যেমন -কথন>কহন।

স্বরভক্তির ব্যবহার ও প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। যেমন-গ্রাহক>গরাহক।

ঘোষিভবনের বহুল ব্যবহার প্রাচীন বাংলায় দেখা যায়। যেমন-জকতি>জুগতি।

অর্বাচীন অপভ্রংশের প্রধান ছন্দ ছিল পাদাকুলক। এই ছন্দ প্রকৃতিতে মাত্রাবৃত্ত তাই হ্রস্ব ও দীর্ঘ মাত্রার বিশেষ তাৎপর্য ছিল। এই ছন্দের প্রতিটি চরণে ছিল মোট ১৬ মাত্রা ।আট মাত্রার পর যতির অবস্থান। সারা উত্তর ভারতে চউপাই এখনো প্রচলিত আছে। চর্যাপদে ও এই ছন্দ হলো আদর্শ স্থানীয় ।তবে অপভ্রংশের মতো এর মাত্রাগত বন্ধন সুদৃঢ় ছিল না।

দুলি দুহিপিটা/ধরণ ন জাই।

রুখেরে তেন্তুলি/কুম্ভীরে খাঅ।।

রুপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

চর্যাপদের লিঙ্গ ধারণা অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের পার্থক্য পশ্চিমা ভাষাগুলির মতো বজায় আছে। নাম পদের লিঙ্গ বিভেদ ছাড়াও সর্বনাম, বিশেষণ, কৃদন্ত বা সাক্ষাৎ বিশেষণ বা সম্বন্ধে বাচক বিশেষণে এই বিভেদ রক্ষিত আছে।

ক. নাম পদ-হরিণা/হরিণী

সর্বনাম বিশেষণ (-র/-রি) টালত মোর ঘর।

কৃদন্ত ক্রিয়াপদ: (ল/লে)

সেজি ছাইলী

সাক্ষাৎ বিশেষণ :শবরী বালী।

কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।

অনির্দিষ্ট বা নির্দিষ্ট কর্তায় এ বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন কাহ্নে গাইউ।

গৌণ কর্মে ক ,কে ,রে ও কু বিভক্তি ছিল ।যেমন- নাশক (নাশের জন্য)খাতী।

অধিকরণ কারকে এ ,তেঁ, ত ,ই বিভক্তি প্রচলিত ছিল। যেমন- হাড়িত ভাত নাহি।

করণ কারকে বহু প্রচলিত বিভক্ত ছিল এঁ,এ,তেঁ,তে,সঁ।যেমন-ভণই লুই আমহে ঝানে দিঠা।

চর্যাপদে করণ ও অধিকরণ কারক প্রায়ই একাকার হয়ে গেছে ।ফলে করণের মতো অধিকরণে ও একই বিভক্তি চোখে পড়ে। যেমন -ঘরেঁ।

অধিকরণের বিভক্তি গুলির মধ্যে এ বিভক্তির প্রয়োগ এত ব্যাপক যে অন্যান্য কারকের অর্থ প্রকাশ করার জন্যও এই বিভক্তির তির্যক ব্যবহার ছিল ।যেমন- জামে কাম কি কামে জাম।

চর্যাপদের গৌণ কারকে ব্যবহৃত অনুসর্গের বৈচিত্র দেখা যায় ।এগুলি বিভিন্ন কারকের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তির স্থানে অন্তরে ব্যবহৃত হয়। যেমন- তোহোর অন্তরে মোএ খলিলি হাড়েরি মালী।

ধাতুর সঙ্গে ল বা ইল প্রত্যয় যোগে অতীতকাল নির্ণীত হতো। যেমন- বসুন্ধরা নিদ গেল।

ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ারূপ গঠিত হতো ইব যোগে। যেমন -মই ভাইব।

প্রাচীন বাংলায় নামধাতুর ব্যবহার বিরল নয় ।যেমন উভিল-উভ+ইল।

ক্রিয়া রূপে বর্তমানকালের বিভক্তি উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো মি। যেমন -পুছমি।

প্রাচীন বাংলায় সংখ্যাবাচক শব্দ ও শব্দদ্বৈতের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন -বিশেষনের দ্বিত্ব প্রয়োগ -উঁচা উঁচা পাবত।

ভাববাচ্যের অতীতকালে ই, ইল এবং ভবিষ্যৎকালে তব্য এবং প্রত্যয়জাত ইব বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রাতি পোহাইল,মই বুঝিল।

প্রাচীন বাংলায় বিভক্তির স্থানে অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তঁই বিনু।

পুরুষ ভেদে ক্রিয়া বিভক্তির পার্থক্য আদি বাংলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন -উত্তম পুরুষ-পিবমি

মধ্যম পুরুষ -অছিলেসি

প্রথম পুরুষ -ভণই।

বিভিন্ন ভাবের প্রয়োগে নানা অব্যয় এর ব্যবহারও এই পর্বে দেখা যায়।

সংযোজক অব্যয়-জা সে বুধী সো নিবুধি(ঈ সংযোজক অব্যয়)।

প্রাচীন বাংলায় সম্বোধন পদে ব্যবহৃত হয়েছে লো,,অলো,হালো,গো।যেমন-তুলো ডোম্বী হাঁউ কপালী।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- রামেশ্বর শ'
২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন
৩। ভাষাবিদ্যা -পরিচয় পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪। বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১-২) পরেশচন্দ্র মজুমদার
৫। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ - নির্মল দাশ